পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ২°সে. এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নিট-জিরো কার্বন পৃথিবীর নিশ্চয়তায় দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি চাই।।

২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক কার্বন উদগীরণ শূন্যের কোঠায় (Net Zero) নামাতে ঐক্যবদ্ধ হোন।।

সম্মানিত সুধী,

সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি.পি.আর.ডি), শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এস.ডি.এস), এবং কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সি.ডি.পি), কোস্ট ফাউন্ডেশন, ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা), কোস্টাল লাইভলিহুড এন্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লিন), এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডেট (বি.ডব্লিউ.জি.ই.ডি) -এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। সি.পি.আর.ডি এবং আজকের আয়োজন সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠনগুলো জলবায়ু পরিবর্তন, তৎসংক্রান্ত সংকট মোকাবেলা এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা, অধিপরামর্শ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রিয় সুধী,

আপনারা জানেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা বর্তমানে সারা বিশ্বের জন্য একটি অনস্বীকার্য চ্যালেঞ্জ (Undeniable Challenge) হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা বৈশ্বিক জলবায়ুর এহেন পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে মানবজাতির অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন কর্মকান্ডকে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে শিল্পকারখানা থেকে বায়ুমন্ডলে তাপধারণকারী কার্বনজাত ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস– যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), পারফ্লোরোকার্বন (PFCs), হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (HFCs), সালফার হেক্সাফ্লোরাইড (SF_6) – প্রভৃতির উদগীরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা। প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ইতোমধ্যেই পৃথিবীর গড় উষ্ণতা **১.১°**সে. বেড়েছে। মনুষ্যসৃষ্ট কর্মকান্ডের ফলে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বিশেষ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর মাত্রাতিরিক্ত উদগীরণকে জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার রাষ্ট্রসমূহের সার্বজনীন কর্মকাঠামো UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) ১৯৯২ সালে গৃহীত হয়। এই কর্মকাঠামোতে পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রাখার প্রত্যয়ে রাষ্ট্রসমূহকে কার্বন উদগীরণ হ্রাসের ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়। কিন্তু UNFCCC গৃহীত হওয়ার প্রায় তিন দশক অতিবাহিত হলেও সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের কর্তব্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়।

UNFCCC-তে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তন সংঘটনে নিজেদের দায়ভার স্বীকার করে নিলেও পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘ সময় ধরে তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি ১৯৯৭ সালে গৃহীত কিয়োটো প্রোটোকল অনুসারে কার্বন উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্পোন্নত দেশসমূহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত ১৬তম জলবায়ু সম্মেলনে (COP16) গৃহীত কানকুন চুক্তির (Cancun Agreement) মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে পোল্যান্ডের ওয়ারসোতে অনুষ্ঠিত ১৯তম জলবায়ু সম্মেলনে (COP19) সকল রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও প্রেক্ষাপট অনুসারে কার্বন উদগীরণ হ্রাসে সম্মত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২১তম জলবায়ু সম্মেলনের (COP21) প্রাক্কালে রাষ্ট্রসমূহ তাদের কার্বন উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত প্রতিবেদন (যা 'জাতীয়ভাবে নির্ণিত লক্ষ্যমাত্রা বা অবদান [Nationally Determined Contributions- NDC]' নামে স্বীকৃত) UNFCCC-তে জমা দেয়।

বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্রসমূহ তাদের NDC -এর মাধ্যমে দাখিলকৃত কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করলেও তা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য যথেষ্ট হবেনা বরং পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ২১০০ সাল নাগাদ প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যেতে পারে যা পৃথিবীকে ভয়াবহতম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে। এমতাবস্থায় ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে UNFCCC একটি গাইডলাইন তৈরী করে এবং সদস্য দেশসমূহকে উক্ত গাইডলাইন অনুসরণ করে পূর্বে জমাদানকৃত NDC -এর লক্ষ্যমাত্রা পুনর্মূল্যায়ন করে বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা UNFCCC-তে জমা দিতে বলা হয়। বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা সংবলিত পুনর্মূল্যায়িত NDC-কে 'Enhanced NDC' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

IPCC'র '১.৫°সে. রিপোর্ট'-এ কার্বন নির্গমন হ্রাসের বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে তিনটি কৌশলের উপর বিশেষ গুরত্বারোপ করা হয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে এটি ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে যথাশীঘ্র সরে আসা এবং নবায়নযোগ্য উৎস হতে জ্বালানির বর্ধিত চাহিদা মেটানো। এক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহকে ২০৩০ সালের মধ্যে, অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ২০৪০ সালের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২০৫০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে সরে আসতে হবে এবং একইসাথে বহুজাতিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই খাতে বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন, এতে বিনিয়োগ এবং এর ব্যবহার কমেনি। জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্বন উদগীরণকারী হচ্ছে কয়লা। উন্নত ও অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশসমূহ নিজেদের দেশে কয়লার ব্যবহার কমালেও কয়লার উৎপাদন চালু রেখেছে। পাশাপাশি অনুন্নত দেশসমূহে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অর্থায়ন অব্যাহত রেখেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উপর্যুক্ত বাস্তবতার আলোকে আমরা কয়লাসহ অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন, এগুলোতে বিনিয়োগ, এবং এদের ব্যবহার বন্ধে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার চাই।

সর্বোপরি, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিতকরণের জন্য ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন-শূন্য (Net-Zero Carbon) পৃথিবী গড়ার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন চাই।

যোগাযোগ: সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি.পি.আর.ডি), বাড়ি নং: ১২১৯, রোড নং: ১০, এভিনিউ: ১০, মিরপুর ডি.ও.এইচ.এস., ঢাকা-১২১৬, ওয়েবসাইট- https://cprdbd.org/

(লিফলেটটি সি.পি.আর.ডি.'র রিসার্চ এন্ড অ্যাডভোকেসি টিম কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত)